সংবাদ

তারিখ ... 24 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম

মো. আবুল বাশার

আজকাল অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে, যা শুনে আমার যারপরনাই ভালো লাগছে। অনেক দিনের চিন্তার অবসান হতে চলেছে। বহুদিন থেকে একজন ক্ষুদ্র মানুষ হিসেবে যে কথাগুলো আমার প্রশিক্ষণ ক্লাসে বলে আসছিলাম সে সব কথা এখন প্রতিদিনের জাতীয় পত্রিকাসমূহের আলোচনার বিষয় হয়েছে। আমি প্রায়ই বলি যে, কেবল চিন্তন ক্ষেত্রের বিকাশ বা মূল্যায়নের মাধ্যমেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। দরকার শিক্ষার্থীদের মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রভৃতি দিকগুলোর সমানভাবে উৎকর্ষ সাধন। আর তা কেবল ক্লাসরুমের গণ্ডিবদ্ধ পড়াশোনার মাধ্যমে অর্জন সম্ভব নয়। বর্তমানে গুণীজনদের কথার মধ্যে সে কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। কথাগুলো হচ্ছে, তরুণদের শিক্ষা ক্লাসরুমেই সীমাবদ্ধ হলে চলবে না। তরুণদের ক্লাসরুমের বাইরে থেকেও জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ক্লাস নিতে হবে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিতভাবে খেলাধুলার অভ্যাস করাতে হবে। আর এ সব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে প্রকৃত মানুষ এবং সমাজ হবে কলুষমুক্ত। তরুণ সমাজের একটি অংশের বিপথগামী হওয়ার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা কমতে কমতে এক সময় শূন্যে মিলিয়ে যাবে। আর এ অবস্থায় পৌঁছার প্রধান উপায় হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন। কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায়। প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে যখন প্রশ্ন করি সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম কী? তখন অধিকাংশেরই উত্তর খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড তথা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বা বিশেষ দিবসে এসব অনুষ্ঠান। এটি একটি সীমাবদ্ধ উত্তর। তাহলে আসল ব্যাপারটি কী? সহজ কথায় বলা যায়, শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে সফল বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাক্রম সহায়ক অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক কার্যাবলির মাধ্যমে পুঁথিগত বিষয়ের বাইরে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়াসমূহই সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম। অর্থাৎ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বাস্তবায়ন মূলত শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে আরম্ভ করে শিক্ষার বিভিন্ন বিধিমালাতেও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের গুরুত্ব অনুধাবন করছি না বা করতে পারছি না।

আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ অধ্যায় ১: শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শিরোনামে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২ এ বলা হয়েছে, ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৮-এ বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের শারীরিক মানসিক বিকাশের পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাঠ, ক্রীড়া, খেলাধুলা ও শরীর চর্চার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। অধ্যায় ২: প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা শিরোনামের প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৩ এ বলা হয়েছে, শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলা, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করা এবং তাকে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি মনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ৬ এ বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অধ্যায় ৪: মাধ্যমিক শিক্ষা শিরোনামে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ১-এ বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা। জাতীয় শিক্ষানীতির উল্লিখিত বিবরণসমূহ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের গুরুত্বই তুলে ধরেছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ এর ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তে লক্ষ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জন সম্পদ সৃষ্টি। আবার উদ্দেশ্য (ত) তে বলা হয়েছে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, চারু ও কারুকলা অনুশীলনের নিয়মিত অভ্যাস গড়ে তোলা। উদ্দেশ্য (দ) তে বলা হয়েছে, সহযোগিতামূলক কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নেতৃত্ব, সহযোগিতা ও যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশে সক্ষম করা। মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম ২০১২ এর এসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করার খুব বেশি নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিংবডি ও ম্যানেজিং কমিটি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা-২০০৯ এ ম্যানেজিং কমিটি বা গর্ভনিং বডির দায়িত্ব ও কর্তব্য এর (গ) লেখাপড়ার মান ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ শিরোনামে ৪নং কাজ হিসেবে বলা হয়েছে, শিক্ষাঙ্গনে নিয়মিত খেলাধুলা, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি চর্চার ব্যবস্থা করার কথা। ৫নং কাজ হিসেবে বলা হয়েছে, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার জন্য। অর্থাৎ এখানে কেবল বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়নি। শিক্ষাঙ্গনে নিয়মিত খেলাধুলা, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি চর্চার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা কি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই নিয়মিত চর্চার উপস্থিতি লক্ষ্য করি? মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ দাখিল মাদরাসা ও মহাবিদ্যালয়/ আলিম মাদরাসা স্থাপন ও পাঠদান অনুমতির জন্য নীতিমালার ১১ নং আবশ্যকীয় শর্তে বলা হয়েছে যে, বার্ষিক ক্রীড়া, খেলাধুলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বৃক্ষ রোপণ, স্কাউটিং/ গার্লস গাইড ইত্যাদি কার্যক্রম এর কথা। কিন্তু বাস্তবতা কী? এবার তাত্ত্বিক দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অনুশীলন ছাড়া শিক্ষার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম কেবল শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে তাই নয়, তাদের মানসিক, বৌদ্ধিক এবং সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশেও সহায়তা করে। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা কতটাই বা বলা যাবে এই ক্ষুদ্র পরিসরে। তাও পাঠকদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি না বললেই নয়। পাঠ করলেই মনে হবে আমারও ছিল মনে। তাতে সমস্যা নেই। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়। শিক্ষার্থীদের জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। নেতৃত্ব ও সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। চারিত্রিক গুণাবলি এবং শৃঙ্খলাবোধ জন্মে। পরিচ্ছন্নতার অনুশীলন হয় এবং ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ঘটে। পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সচেতনতা জন্মে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতার মনোভাব আরো বেশি সুদৃঢ় করা যায়। জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে। শিক্ষা জীবনেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ব সচেতনতা গড়ে তোলা যায়। শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। সদীয় চেতনার বিকাশ ঘটে। শিক্ষার্থীদের মনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। মেধা বিকাশের সুযোগ পায়। শারীরিভাবে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। পড়াশোনা, শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয়ের রুটিনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, সমন্বয় ও সাংগঠনিক সক্ষমতার পরিচর্চা করতে সহায়তা করে। ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করে। শারীরিক শক্তি বৃদ্ধিপায়। শিক্ষার্থী নতুন কিছু শিখতে পারে। যোগাযোগ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাবের উন্নয়ন ঘটে। বিতর্কের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে বিভিন্ন রকম মূল্যবোধ এর উন্নয়ন হয়। যেমন- শিক্ষামূলক মূল্যবোধ, মনস্তাত্ত্বিক মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, নাগরিক মূল্যবোধ, শারীরিক বা দৈহিক উন্নয়ন সংক্রান্ত মূল্যবোধ ও আনন্দ বিষয়ক মূল্যবোধ ইত্যাদি। শিক্ষামূলক মূল্যবোধ এর ক্ষেত্রে বলা যায়, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা সম্ভাবনা আছে। শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার অধিকাংশই হয় তাত্ত্বিক। কিন্তু সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা যায়। যেমন: বিতর্কের মাধ্যমে ভাষা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপনের মাধ্যমে সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ হয়। (আগামীকাল সমাপ্য)